কাব্য টোকাইয়ের অভিষেক

কাব্য টোকাইয়ের অভিষেক

মাহবুব রুমন

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ ভাবনা : মাহবুব রুমন
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Kabbo Tokaiyer Ovishek by Mahbub Rumon
Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 150.00
US $ 05

ISBN 978 984 95575 6 2

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http ://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https ://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http ://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http ://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http ://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http ://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

একজন সাহিত্যিক, যার লেখা কবিতা পড়ে এবং নাটিকা মঞ্চায়ন করে ছেলেবেলায় অনেকগুলো পুরস্কার জিতে যাওয়ায় পেতাম চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার। একজন শিক্ষক, যার শ্রেণিকক্ষে শিখেছি মানবিক বোধ, সাহিত্যচিন্তা।
একই ব্যক্তি। আমার বীর মুক্তিযোদ্ধা পিতা।

আমার সরলমনা মা, আমার দুর্বলতম জায়গা।

করুণাময় তাদের সুস্থ রাখুন।

সূচিপত্র

আমাদের সময় ৯
বাঙাল বীরগাথা ১০
মহিমান্বিত বালিকা ১১
মিত্র ১২
খোলা চিঠি ১৩
হায় আয়লান! ১৪
আহা ভালোবাসা ১৫
পথিকের প্রতি ১৬
বন্ধু ১৭
হিংসার গল্প ১৮
রাতগীতিকা ১৯
অবয়বের জবানবন্দি ২০
একলা থাকার রাত ২১
ভিন্নকথন ২২
কষ্টিকথা ২৩
প্রিয় ভুলের গল্প ২৪
নিপুণ কারিগর ২৫
প্রাক্তন ২৬
আমার সোনামুখ পৃথিবী ২৭
মৌলিক প্রশ্ন ২৮
অনুভূতিতে কতটুকুই বা বক্তব্য ২৯
স্বগতোক্তি ৩০
উন্মোচন ৩১
বরং কাব্য হোক ৩২
শোকনামা ৩৩
তার জন্য ৩৪
৩৬ প্রিয়তা
৩৭ জাগতিক ভোর
৩৮ উপকূলীয় বন্ধু সমীপে
৩৯ মোহাচ্ছন্ন
৪০ একরাত্রি
৪১ বিজয়কেতন
৪২ বেকারনামা
৪৩ প্রায়শ্চিত্ত
৪৪ বিদায় তবে রঙিন ঘুড়ি
৪৬ দায়িত্ব
৪৭ স্বর্ণ কোকিল
৪৮ ঘুম হতে চাই
৪৯ ইনডেমনিটি
৫০ পরিচয়
৫১ প্রেরণা
৫২ প্রস্থান কথন
৫৩ শ্রেয়তা
৫৪ বনলতা
৫৫ স্বর্ণলতা
৫৬ সুখ আমার
৫৭ পাগলা সময়
৫৮ দাবি
৫৯ ফেলে আসা দিন
৬০ শ্রেণিকাব্য
৬১ কেউ আর মহামানব নয়
৬২ নষ্ট নাটক
৬৩ সাবধানী মাঝি

ভূমিকা

কবিতা হলো কবির আত্মিক অনুভবের শব্দরূপ, নিরতিশয় অনুবেদনার প্রকাশ। একাকীই লেখেন কবি; পরে তার প্রকাশ ঘটে অন্যদের জন্য। তাই কবিতার অর্থ আর মাত্রিকতা পাঠকভেদে ভিন্ন হয়। তাই, আমি যে কথাগুলো বলছি, ঠিক সেকথাই আপনি না-ও ভাবতে পারেন। কিন্তু একথা বলবেন নিশ্চয়, পরিপক্ব কবির যাত্রাপথে আছেন মাহবুব রহমন। তাঁর অনুভবে ধরা দিয়েছে বহুবর্ণিলতা, প্রকাশে উদ্ভাসিত হয়েছে দ্যুতি। আমি যখন মাহবুবের কবিতাগুলো পেলাম, একটু সময় নিয়েই পড়েছি। কিন্তু পড়া যখন শুরু করেছি, তখনি এক ধরনের আবেশ পেয়েছে আমায়। প্রথমত বিষয়ে বিচিত্রতা, দ্বিতীয়ত আঙ্গিকে কুশলতা। অন্যদের থেকে মাহবুব পৃথক একারণে যে, তিনি নিজেকে মহীয়ান করেই কবিতায় তুলে ধরেননি বা প্রেমের ডোবায় শুধু হাবুডুবু খাননি। বরং একটা আত্মকুন্ডলায়নভাব দেখা দিয়েছে তাঁর প্রথমেই। উৎসবের সময় যেখানে সবাই উন্মুখ হয়ে বের হন সেখানে মাহবুব বলছেন, তাঁর অবস্থা এর বিপরীত। বরং শামুকের মতো নিজের মধ্যে তিনি ঢুকে যান। কিন্তু শেষ অবধি তিনি সত্যকে ধারণ করে থাকেন বলেই অবিনাশী চেতনার আধারে জ্বালিয়ে রাখেন দীপাঞ্জলি। এই কবিতাবলিতে মাহবুব খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে সমস্ত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ভালোবাসার শক্তি নিয়ে দাঁড়ান।

তাহলে? মূলত সৎচেতনা আর গভীর ভালোবাসা এদুটোই তাঁর কবিতাকে ঋজুরেখ করে রেখেছে। আর পরিচিত ও সুন্দর উপমায় গেঁথেছেন তিনি শব্দমালা, সূক্ষ্ম মণিকরের মতো। সেগুলো পড়তে পড়তে নতুন আবহে পাঠক আহ্লাদিত হন।

এমন কবিতা পাঠ করে আমি আনন্দিত। **বাংলা কবিতার বাগিচায় আর একটি সুকণ্ঠী বুলবুলি যেন গান ধরেছে। তাকে গাইতে দেওয়ার জন্য আমাদের সময় দিয়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে।**

ড. সৌমিত্র শেখর

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের সময়

আমাদের সময় তুলতুলে পায়ের বিড়ালছানার মতো
নিঃশব্দে ঢুকে যায় বর্তমানে, ঘটন-অঘটনের মূলে।
আমাদের সময় যেন ঘাসের ডগায় শিশিরের টলমল,
ঈষদুষ্ণ আলোয় কোথায় হারিয়ে যায়! ধরা যায় না।
আমাদের সময় প্রায়শই বড়ায়ীর মতন,
মিলন-প্রতীক্ষায়-মাতাল গোপীদের দাঁড় করায়;
বুভুক্ষু প্রেমিকের দ্বারে, নিশীতের নিশুতি অন্ধকারে।
আমাদের সময় খানিকটা অবিবেচক, কখনো পাশবিক।
একনায়কের হাতে তুলে দেয় দেশ, নিরীহ সভ্যতা।
আমাদের সময় বড়ো প্রহসনপ্রিয়।
কসাইকে কবি আর কবিকে কসাইয়ের তকমা জুড়ে দেয়।
আমাদের সময় বেজায় কানপাতলা,
অভিলাষী মিথ্যায় বিষিয়ে তোলে পাঁজরভাঙা ইতিহাস।
আমাদের সময় কখনো যেন ধুলার বুকে অমরাবতী!
আটপৌরে বন্ধন, অশেষ প্রতীক্ষা আর ক্ষুদ্র-পূর্ণতার মিশেলে;
মধ্যবিত্তের জীবন করে তোলে স্বাপ্নিক কাব্য এক
আমাদের সময় বড়ো নির্মম, অকৃতজ্ঞ।
বৃহত্তম-ত্যাগী-বীর যারা ধরেছিল জীবন বাজি—
তাদের তরে রাখে কেবলই অশ্রু আর লাঞ্ছনা।
আমাদে সময় ভীষণ ব্যস্ত, তুমুল কর্পোরেট,
আবেগী চোখে দায়িত্বের প্রলেপ মাখিয়ে জাদুর মতো;
সুনিপুণ কেড়ে নেয় দুফোঁটা অশ্রুপাতের অধিকার।
আমাদের সময় যেন জন্মান্ধ রমণী কোনো;
দেখেও দেখে না বারবার কে তার করেছে বস্ত্রহরণ?
আমাদের সময় সাচ্চা-মাসুম দর্পণ যেন।
জালিম-মজলুম সত্য আর মিছে এক করে না কখনো।
আমাদের সময় এক অব্যর্থ মহৌষধপ্রতিম;
কালের ক্ষেপণে ভাসিয়ে নেয় সকল ব্যথা-গূঢ় যাতনা।
আমাদের সময় সদাবাড়ন্ত স্বর্ণলতা।
যুগ-যুগান্তের চাপা সত্যের সন্ধানে বেড়ে ওঠে অনিবার।

২৫.০৭.১৮

বাঙাল বীরগাথা

যে অগ্নিবালক বুকের ভেতর তপ্ত বুলেট নিয়ে
ধুঁকতে ধুঁকতে, মরতে মরতে বলে গেল; শেষ ইচ্ছে হিসেবে
—যুদ্ধরত আমার যে সহোদর, তাকে বলো;
তার ভাই কাপুরুষের মত মরেনি
বরং বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে মরেছে— ।

সেই সূর্যতরুণ!
যে তুমুল যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরার আগে অসিয়ত করে যায়
—যেন তার মৃত্যুর খবর তার গ্রামবাসীকে দেওয়া না হয়;
স্বদেশ মুক্ত হওয়ার আগে;
গ্রামের সংগ্রামী মানুষের মনোবল কমে যেতে পারে ভেবে।

যে সিংহযুবক!
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বুলেটবিদ্ধ হয়ে একহাত ঝুলে যাওয়ায়,
শত্রুপক্ষের দিকে গুলি চালাতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে,
পায়ে পাড়া দিয়ে নিজের হাত ছিঁড়ে ফেলে দিলো নিজেই
তবু ক্ষান্ড় দেয়নি যুদ্ধে
বরং শহিদ হয়েছে বুলেট দাগাতে দাগাতে।
কী অসম্ভব প্রাণশক্তি ছিল!

তার জন্য, তাদের তরে কোনো শোক নয়।
আজ কেবল বীরগাথা হবে।
সেইসব অপঠিত বীরযুবাদের চরণে শ্রদ্ধারতি হবে।
তাদের ত্যাগ কেবলই জীবনদান হতে পারে না;
দেশে দেশে মুক্তিপাগল জনতার তরে—
এ এক অনিন্দ্য অনুপ্রেরণা কাব্য।

১৬.১২.১৯

মহিমান্বিত বালিকা

গরম মাড়ে ছাল পুড়ে ঘা হয়ে যাওয়া কুকুরের প্রতি
যে দৃষ্টিতে তাকায় ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ;
ঠিক সেভাবেই তুমি তাকাতে আমাতে দুর্লভ ফুরসতে।
আমার সবকিছুতেই তোমার ছিল সীমাহীন অবিশ্বাস।
যেবার প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হলাম রেকর্ড মার্কস পেয়ে—
বললে হয়তো অন্য কারো রোল দেখে এসেছি ইত্যাদি।
বিস্ড়র যাচাই শেষে বললে দলীয় টিচার বলেই আর কি!
অথচ সময় বদলালে একদিন হঠাৎ গালে হাত দিয়ে বলে উঠলে;
দেখি ঠোঁটের কোণে কালো তিলটা কি এখনো আছে?
আমি মাথা ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে বললাম
তিল কি হাঁটতে জানে নাকি যে কোথাও চলে যাবে!
এক সকালে বললে রাতের লঞ্চে আব্বু ঢাকায় এসেছে;
চলুন দেখা করে কথা বলবেন।
বললাম দুপুরের ট্রেনে বাড়ি যাচ্ছি,
পরেরবার এসে কথা বলব যদি উনি থাকেন।
অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর শক্ত উচ্চারণে বললে
পরেরবার? আব্বু আপনার উনি হয়?
চলে গেলে দ্রুত।
প্রায়ই দেখি আমার ক্লাসের দ্বিতীয় সারিতে
এক বালিকামেয়ে বসে; ঠিক তোমার মতো।
জানা হয়নি এও কি তোমার মতো করে
অবজ্ঞাভরে তাকানোর বিরল ক্ষমতার অধিকারী কি না
জানো? সব মেয়েই কিন্তু বালিকা না।

১২.০৪.২০

মিত্র

উৎসবের দিনগুলোতে নিজেকে বড়ো বেমানান লাগে;
যেন আমি অপয়া,অনাহুত কেউ।
তোমাদের এমন স্বপ্ন-ঝলমলে দিনে;
পেছনের দরজা দিয়ে নাক বরাবর হেঁটে
জীবন থেকে দূরে, বহুদূরে চলে যাই।
ছুটে চলি অচেনা কানাগলি ধরে।
তারপর রাজ্যের ক্লান্ড়িভরা লালচে চোখ নিয়ে;
নিজের ভেতর টুপ করে ঢুকে যাই আপেল শামুকের মতো।
চুপিসারে খুলে দেই দুর্গম অবহেলার ঝাঁপি।
আবাল্য জমে থাকা অবহেলারা আহ্লাদিত হয়।
আমিও ইচ্ছেমতো রাঙিয়ে দেই ওদের—
লাল নীল বাহারি তুলির কারুকাজে।
এরপর ঘাপটি মেরে থাকা সন্ধ্যা এগিয়ে আসে।
সবাই ঘরের পথ ধরে দিনের হিসেব চুকিয়ে।
কেবল আমার কোনো টান থাকে না ঘরের,
কোনো আপনজন আমার ফেরার পথ চেয়ে থাকে না।
থাকে কেবল সত্য— আমার আশৈশব মিত্র,
যেন অতি আদরে পোষা কুমির—
চৈত্রের কাঠফাটা রোদে খাল কেটে আনা।
একে একে সবাই গ্যাছে ছেড়ে;
কেবল আমার সত্য রয়ে গেছে স্থির।
হয়তো সেই তাড়িয়েছে বাকিসব।
সত্য আমায় নিঃসঙ্গ দ্বীপ করে দিয়ে;
প্রবাল হয়ে জেগে আছে জোয়ারভাটায়।
খেদ নেই; এমনি থেকে যেয়ো বন্ধু!

২১.০৩.১৮